উত্তম সুস্থতা: সমুন্নত মানবাধিকার

১০ ডিসেম্বর বিশ্বজুড়ে পালিত হয় মানবাধিকার দিবস। ১৯৪৮ সালের এই দিনে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর) গ্রহণ করেছিলো। সেই দিনটিকে উপলক্ষ করে, বিশ্বব্যাপী জাতি, বর্ণ, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্যান্য পদ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরার জন্যই পালিত হয় মানবাধিকার দিবস। স্থানীয় এবং জাতীয় প্রায় ৭০০ এনজিও এবং সিএসও'র ফোরাম বিডিসিএসও প্রসেস এবছর ভার্চুয়ালভাবে মানবাধিকার দিবস পালন করছে।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয় প্রায় ৭ থেকে ৯ কোটি মানুষ, নিহতদের মধ্যে প্রায় ৭০%ই ছিলো বেসামরিক। এই ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রোধে এবং বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠন করেন। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সব মানুষের অধিকারের একটি তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করে, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফার্স্ট লেডি ইলিনর রুজভেল্টের নেতৃত্বে একটি কমিটি এই তালিকা প্রণয়ন করে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ অধিকারের সেই তালিকাটিকে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র হিসেবে সাধারণ পরিষদে গ্রহণ করে। ১৯৫০ সাল থেকে এই দিনটিকে স্মরণ করতে ১০ ডিসেম্বরকে মানবাধিকার দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে একটি ভূমিকাসহ ৩০টি ধারা বা ৩০টি অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যদিও এটি কোন আইনী বাধ্যবাধকতাসমৃদ্ধ কোনও চুক্তি নয়, এটি বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ঘোষণাপত্র প্রথম ঘোষণা করে যে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ মুক্ত এবং স্বাধীন।

ঘোষণাটিতে উল্লেখিত ৩০ টি অধিকারের মধ্যে আছে অন্যদেশে আশ্রয় লাভের অধিকার। আছে নির্যাতন থেকে মুক্তি, বাকস্বাধীনতা এবং শিক্ষার অধিকার। এতে নাগরিক হিসেবে কিছু রাজনৈতিক

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র সাধারণ পরিষদে গ্রহণ করে। ১৯৫০ সাল থেকে এই দিনটিকে স্মরণ করতে ১০ ডিসেম্বরকে মানবাধিকার দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মানবাধিকার দিবস ২০২০: উত্তম সুস্থতা ও সমুন্নত মানবাধিকার

অধিকারের কথা বলা হয়েছে, যেমন জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার। এতে সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকারের মতো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কোভিড ১৯ মহামারীকে সামনে রেখে জাতিসংঘ এ বছরের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- Recover Better: Stand Up for Human Rights. এর ভাবানুবাদ আমরা করেছি উত্তম সুস্থতা: সমুন্নত মানবাধিকার। নি:সন্দেহে এই বছরের জন্য এই প্রতিপাদ্য খুবই প্রাসঙ্গিক এবং যথাযথ, কারণ গত ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৬২,৬৪৯,৩৯৪, আর এতে মৃত্যু ১,৪৫৯,৬৪৯

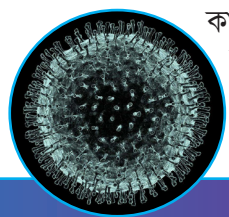

২৯ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬২,৪০৭, আর এতে মৃত্যু ৬,৬০৯ জনের।

জনের। অন্যদিকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬২,৪০৭, আর এতে মৃত্যু ৬,৬০৯ জনের।

আর তাই, বিশ্বজুড়ে এখন সবচাইতে বড় প্রয়োজন মানুষের সুস্থতা নিশ্চিত করা। কোভিড ১৯ বা করোনা ভাইরাস মোকাবেলায়, এটি প্রতিরোধে, এর দ্বারা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করা এই মুহূর্তে অন্যতম প্রধান সংকট।

করোনা ভাইরাস বিশ্বব্যাপী দারিদ্র বাড়াচ্ছে, বর্ণবাদকে উসকে দিচ্ছে, করোনা পরবর্তী বিশ্বের জন্য এই বৈষম্যগুলো দূরীকরণ আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে সবার জন্য সমান সুযোগ এবং সমান সুস্থতা নিশ্চিত করাই সর্বোচ্চ মানবাধিকার। সবার জন্য সুস্থতার সমান সুযোগ তৈরি করা না গেলে সবার জন্য মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য পূরণ করাও সম্ভব নয়। কোভিড-১৯ আক্রান্তদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি, এক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত ব্যবস্থা। সেই সমন্বয়, একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো বা একজন আরেকজনের প্রতি সংহতি জানানোর তাগিদ দেয় এই মানবাধিকার দিবস।

১০ ডিসেম্বর হলো বিশ্বকে পুনর্গঠনে মানবাধিকারের গুরুত্ব পুনরায় নিশ্চিত করার একটি সুযোগ, এখন বিশ্বজুড়ে সংহতির প্রয়োজন। এর কারণ করোনা ভাইরাস ইতিমধ্যে সার্বজনীন মানবাধিকারের অন্তত তিনটি অধিকার বাস্তবায়নে বাধা তৈরি করছে। জীবনের অধিকার এবং বেঁচে থাকার অধিকার সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের অন্যতম ধারা। কিন্তু এই মহামারী মানুষের এই অধিকারটিকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে, মানুষের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য এই অধিকারটি রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সেবায় সহজলভ্য প্রবেশাধিকার এবং চলাচলের স্বাধীনতাও বিশ্বের সকলের সার্বজনীন অন্যতম অধিকার। করোনা ভাইরাস মানুষের এই দুটি অধিকারও তীব্রভাবে সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি'র অন্যতম ভিত্তি হলো মানবাধিকার। তাই মানবাধিকার হুমকির মুখে পড়ে গেলে তা স্পষ্টতই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করবে। অন্যদিকে করোনা ভাইরাস বিশ্বব্যাপী দারিদ্র বাড়াচ্ছে, বর্ণবাদকে উসকে দিচ্ছে, ফলে করোনা মোকবেলায় এবং করোনা পরবর্তী বিশ্বের জন্য এই বৈষম্যগুলো দূরীকরণ এবং মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। আমাদের তাই লড়াই করতে হবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি বাস্তবায়নে জোরালো ভূমিকা রাখতে, এবং এগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে। নতুন পৃথিবীর জন্য আমাদের নতুন সামাজিক চুক্তি প্রয়োজন। প্রয়োজন সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংহতি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানও নাগরিক হিসেবে আমাদের স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। সংবিধানের ১৫ এবং ১৮ (১) ধারাগুলো নাগরিকের স্বাস্থ্য সেবার দায়িত্বকে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। রূপকল্প ২১এর একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। বিদ্যমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১৩টি খাতের অন্যতম একটি খাত হলো স্বাস্থ্যখাত, যেখানে নাগরিকের জন্য সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

কিন্তু করোনা ভাইরাস নানাভাবে বাংলাদেশের জন্য সংকট তৈরি করছে। অর্থমন্ত্রণালয়ের একটি হিসাব ধারণা করছে-করোনা মহামারীর ফলে দেশে দারিদ্র বেড়ে ২৯.৫% হবে, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আশংকা করছে এর কারণে বাংলাদেশ তার মোট জিডিপি'র ০.২ থকে ০.৪% হারাবে। এসপায়ার টু ইনোভেশানের ধারণা ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি মানুষ কর্মসংস্থান হারাবে। সুতরাং এটা সহজেই অনুধাবনযোগ্য যে, এই ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির জন্য হুমকি তৈরি করবে।

আমাদের সরকার কোভিড ১৯ মোকাবেলায় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু কোভিড ১৯ বা করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলায় গ্রহণ করা সকল উদ্যাগের ক্ষেত্রে সার্বজনীন মানবাধিকার, সবার জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগের বিষয়গুলো বিবেচনা রাখতে হবে সক্রিয়ভাবে। সকলের জন্য উত্তম সুস্থতা নিশ্চিত করাই হতে হবে আমাদের অগ্রাধিকার।

বিডিসিএসও প্রসেস'র মানবাধিকার দিবস পালন

বাংলাদেশে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত এনজিও, সিএসও (সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন) নেটওয়ার্কসমূহের মধ্যে ন্যূনতম কিছু লক্ষ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য গঠন করা হয়েছে "বাংলাদেশ সিএসও-এনজিও সমন্বয় প্রক্রিয়া" বা BD CSO-NGO Coordination Process (BDCSO Process). এই প্রক্রিয়ায় দেশের এনজিও ও নাগরিক সংগঠনসমূহ পারস্পারিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি ঐক্যবদ্ধ সক্রিয় পক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং রাষ্ট্র এবং বাজার ব্যবস্থার (প্রাইভেট সেক্টর) সাথে অধিপরামর্শ (এডভোকেসি) করছে। এই উদ্যোগ মূলত উন্নয়ন ও মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও বাজারের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নাগরিক সমাজের সার্বিক বিকাশে কাজ করছে, যাকে একটি "প্রক্রিয়া" নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নেটওয়ার্কসমূহের অনানুষ্ঠানিক সহযোগিতা ও সংহতি নিয়ে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করছে বিডিসিএসও প্রসেস।

এবছর মানবাধিকার দিবসটি উদযাপনে বিডিসিএসও প্রসেস দু'টি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । প্রথম পর্যায়ে সারা দেশের সবকয়টি বিভাগের প্রায় ৬০০ এনজিও/সিএসও প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রেক্ষাপট ও এর বিভিন্ন ধারাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ভার্চুয়াল এই আলোচনায় সম্পৃক্ত হয়েছ কক্সবাজারের প্রায় ২০০ 'অনলাইন একটিভিস্ট।' এই আলোচনাগুলোর ফলে সকলের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ক বোঝাপড়া শক্তিশালী হয়েছে এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার বাস্তবায়নে সোচ্চার ভূমিকা রাখার একটি তাড়না তৈরি হয়েছে। আর এটাই এবারের মানাবাধিকার দিবসের মূল প্রতিপাদ্য।

বিডিসিএসও প্রসেস

কোস্ট ট্রাস্ট: প্রধান কার্যালয় বাড়ি ১৩, রোড ২, শ্যামলী ঢাকা -১২০৭. ফোন: ৫৮১৫০০৮২, ৫৮১৫২৮২১, ইমেইল: info@coastbd.net